

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের  
জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ



গেজেট



অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ২২, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৫ শ্রাবণ ১৪২৭/২০ জুলাই ২০২০

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৯.১৪২—সাবেক ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ গত ১৩ জুন ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্মালিল্লাহি .... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

২। জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৯ আষাঢ় ১৪২৭/১৩ জুলাই ২০২০ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম  
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

(৭৫৫৯)

মূল্য : টাকা ৪.০০

## মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

২৯ আষাঢ় ১৪২৭

ঢাকা : -----

১৩ জুলাই ২০২০

সাবেক ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ গত ১৩ জুন ২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইমালিল্লাহি ..... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ ১৯৪৫ সালে গোপালগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পবিত্র কোরআন-এ-হাফেজ হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় কওমি ধারায়। সুলতানশাহী কেকানিয়া হাইস্কুল হতে প্রাথমিক শিক্ষাশেষে, ঐ স্কুল থেকে ১৯৬১ সালে মেট্রিক পাশ করেন শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ। ১৯৬৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ১৯৬৬ সালে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন খুলনার আযম খান কমার্স কলেজ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে বাণিজ্য-বিষয়ে মাস্টার্স করার পর ১৯৭৪ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে দ্বিতীয় মাস্টার্স করেন তিনি। এছাড়া, ঢাকার সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে আইন-বিষয়েও এলএলবি ডিগ্রি অর্জন করেন জনাব আব্দুল্লাহ।

বর্ণাঢ্যময় জীবনের অধিকারী জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহর কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে তিনি ছিলেন সুলতানশাহী কেকানিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। পরবর্তী সময়ে তিনি আইনজীবী হিসেবে গোপালগঞ্জ জজ কোর্ট এবং ঢাকা জজ কোর্টে আইনপেশায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত বি.সি.এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, রাজনৈতিক দর্শন ও তাঁর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বাধীন রাজনীতিতে অংশ নিয়ে দেশসেবার লক্ষ্যে চাকুরিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এই নেতা।

জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক মতাদর্শ ধারণ করে ছাত্রাবস্থায়ই রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। তিনি খুলনার আযম খান কমার্স কলেজের প্রথম ডিপি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক নেতৃত্বে উজ্জীবিত হয়ে তিনি ছেষট্টির ছয় দফা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসাবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, তিনি কেন্দ্রীয় আওয়ামী যুবলীগের সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এবং গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি হিসেবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা, দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতার সঙ্গে পালন করে গেছেন।

জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা, যোগ্যতা ও আস্থার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আস্থাভাজন জনাব আবদুল্লাহ ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিপরীতে জনমনে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সঞ্চারণে কাজ করে গেছেন। এছাড়া, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হিসাবে তিনি হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সৌদি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগক্রমে হজযাত্রীর কোটা-বৃদ্ধি, সৌদি আরবে বাংলাদেশি হাজীদের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ এবং হজযাত্রীদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষসাধন, ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী গণসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়সহ সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণেই নিহিত ছিল তাঁর নিরন্তর প্রয়াস। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁর এ-সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ ছিলেন জনদরদী, অমায়িক ও বন্ধুবৎসল। আমৃত্যু তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন।

জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ-এর মৃত্যুতে দেশ একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীকে হারাল।

মন্ত্রিসভা জনাব শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।